প্রথম আলো

তারিখ ... 17 FEB 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ কলাম ... ২ ...

বৈষম্য ■ জাফরুল্লাহ চৌধুরী

গ্রামের মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় বৃত্তি

গ্রাম ও নগরের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় বৈষম্য নিরসনের জন্য বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ ও ১৯ ধারায় নিম্নলিখিত নির্দেশনা আছে। গ্রামের ও মফস্বলের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র এবং দ্বিভাষিক বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষক নেই। মফস্বলের কলেজে বাংলা ও অঙ্ক শিক্ষক থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা হয় মফস্বলে শিক্ষকতা করতে আগ্রহী নন বা আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে তাঁরা পরিচিত নন।

ভালো শিক্ষা ও পরিচিতির অভাবে কর্মক্ষেত্রেও গ্রামের ছেলেমেয়েরা সুবিধা করতে পারছে না। গ্রামের সন্তানেরা দ্রুত পিছিয়ে পড়ছে। এ বৈষম্য ভবিষ্যতে দেশের সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারে। ভালো কর্মসংস্থান না থাকলে পরিবার ভালো বাসস্থানে থাকে না। বিদ্যুৎ থাকে না, ছেলেমেয়েরা ভালো স্কুলে পড়ার সুযোগ পায় না এবং পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত হয়। এতে সামাজিক দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায়।

বৈষম্য পরিবর্তনে করণীয়: গ্রামের স্কুল-কলেজে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হলে সরকারি কর্মকর্তা, চিকিৎসক, কৃষিবিদ, প্রকৌশলী ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাঁদের স্ত্রী-পরিজনসহ সেখানে নির্ধারিত কর্মস্থলে বসবাস করতে উৎসাহী হবেন। চাকরিজীবীদের দুটি বাসস্থান এবং কর্মস্থলে সন্তানদের ভালো শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগে ও স্বাস্থ্যসেবার অভাব কর্মকর্তাদের দুর্নীতির অন্যতম হেতু বটে।

পরিবার নিয়ে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি কর্মজীবীরা অবস্থান করলে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা সপরিবারে অবস্থানে উৎসাহী হবেন। এতে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হবে। নগরের ভিড় কমবে।

শিক্ষা সবার ক্ষেত্রে (কৃষি, শিল্প, সমাজসেবা ও স্বাস্থ্যসেবা) উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। পোশাকশিল্পের নারী শ্রমিকেরা যে কেবল দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি করেছেন তা নয়, তাঁরা প্রগতিশীল সব রাজনৈতিক দলের চেয়ে অনেক বেশি সামাজিক রক্ষণশীলতাকে প্রতিহত করেছেন। গুপ্ত ও সুপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক মৌলবাদের প্রসার বন্ধ করতে হলে নারীশিক্ষার আরও অগ্রগতি এবং গ্রামের সব স্কুলকে সচল করে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসার প্রয়োজন।

গণবিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উদ্যোগ: সত্তরের দশকে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সচিব ড. এম এ সাত্তারের স্ত্রী ড. এলেন সাত্তার চাঁদপুরের শাহরাস্তি এলাকার হাইস্কুলে মেয়েদের অতিরিক্ত বৃত্তি দিয়ে এলাকার উন্নয়নের পথ দেখিয়েছিলেন। গণবিশ্ববিদ্যালয় ২০১৩-১৪ শিক্ষাবছর থেকে গ্রামের ৩০০ জন দরিদ্র ছাত্রীর বিনা বেতনে গণিতশাস্ত্র, বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান (ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি) এবং ফিজিওথেরাপিতে স্নাতক সম্মান পর্যায়ে চার বছর অধ্যয়নের সুযোগ দিচ্ছে। এই ৩০০ জনের মধ্যে দরিদ্রতম ১০০ ছাত্রী নিজ খরচায় হোস্টেলে থাকা ও খাবারের সুযোগও পাবে।

বৃত্তিপ্রাপ্ত সব ছাত্রীর নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ছাড়াও শরীরচর্চা, সাঁতার, সাইকেল চালানো, খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

শিক্ষার্থীরা যাতে একই সঙ্গে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে, সে জন্য গ্রামীণ অশিক্ষিত অসহায় মানুষকে শিক্ষাদানের সুযোগ রাখা হয়েছে। গণবিশ্ববিদ্যালয় প্রথাগত একক বিষয়মুখী বিশেষজ্ঞ-নিয়ন্ত্রিত বিভাগের পরিবর্তে আন্তবিভাগীয় সমন্বয়, সহযোগিতা ও গবেষণাধর্মী বিভাগের প্রবর্তন করেছে। এতে শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষাদান ও নতুন গবেষণার সুযোগ উন্মুক্ত হয়েছে।

উল্লিখিত পাঁচটি বিভাগে অধ্যয়নরত সব ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নের দ্বিতীয় বছর থেকে প্রতিবছর দুই মাস গ্রামে অবস্থান করে স্থানীয় একটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণীতে বাংলা, ইংরেজি, অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান বিষয় এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক ক্লাস পরিচালনা করবে। দুই মাস শেষে স্থানীয় কমিটির সহায়তায় শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন হবে এবং পরের বছর পুনরায় দুই মাস 'স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক' হিসেবে ছাত্ররা কাজ করবে। স্কুলে শিক্ষকতাকালে শিক্ষার্থীরা গ্রামের পরিবেশ উন্নয়নে অংশ নেবে।

উল্লিখিত পাঁচটি কোর্সের শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুরো আট সেমিস্টার শিক্ষাদান ছাড়াও বাংলা, ইংরেজি ও ফিজিওথেরাপি বিভাগের ছাত্রদের দুই সেমিস্টার কম্পিউটার প্রকৌশল শিক্ষাদান করা হবে।

অঙ্ক, বিজ্ঞান ও ফিজিওথেরাপি বিভাগের সব ছাত্রছাত্রী ইংরেজি ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করবে দুই সেমিস্টার। বাংলা বিভাগের সব ছাত্রছাত্রীর দুই সেমিস্টার আরবিতে কথোপকথন শিখতে হয়। এতে মধ্যপ্রাচ্য ও জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রকল্পে চাকরির সুবিধা হবে।

বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা চার সেমিস্টার ইংরেজি ভাষা ও কথোপকথন শিখবে। অপরপক্ষে ইংরেজি বিভাগের সব ছাত্রছাত্রী চার সেমিস্টার ধরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করবে।

উল্লিখিত পাঁচ বিভাগের সব ছাত্রছাত্রীর দুই সেমিস্টার মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন বাধ্যতামূলক। গণবিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে শিক্ষাদান হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা পরবর্তী সময়ে গ্রামের স্কুলে শিক্ষাদান করতে পারে সুষ্ঠুভাবে। উল্লেখ্য, গণবিশ্ববিদ্যালয়ের সব ডিগ্রি কোর্সে বাধ্যতামূলক অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ, নারী-পুরুষ বৈষম্য ও পরিবেশবিজ্ঞান বিষয়ে এক-দুই সেমিস্টার অধ্যয়ন করে পরীক্ষায় পাস করতে হয়।

চাই সবার অংশগ্রহণ: অতিরিক্ত আরও ২০০ জন গ্রামের দরিদ্র ছাত্রীর স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নে সুযোগ দেওয়ার জন্য সব সহৃদয় ব্যক্তি থেকে অনুদান গ্রহণ করা হবে। যেকোনো প্রিয়জনের নামে বৃত্তি প্রদানের সুযোগ রয়েছে। আশানুরূপ সাড়া পেলে গণবিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরিকল্পনা অবশ্যই সফল হবে। একজন ছাত্রীর থাকা ও খাওয়া খরচ বাবদ বছরে লাগবে মাত্র ৬০ হাজার টাকা অর্থাৎ ৭৫০ ডলার। এ ব্যাপারে আপনি সরাসরি গণবিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মেসবাহউদ্দিন আহমদ (০১৭১১৫৯৫৬৬৫) অথবা রেজিস্ট্রার দেলওয়ার হোসেনের (০১৭১৪০৬৭১৮৫) সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁরা খুশি হবেন। আপনি আপনার প্রিয়জনের নামে পাঁচ লাখ টাকার একটি ফিক্সড ডিপোজিট করে একজন গ্রামের নারী শিক্ষার্থীকে মাসিক বৃত্তি দিতে পারবেন। গ্রামের মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ফিক্সড ডিপোজিট করলে গণস্বাস্থ্য সমবায় ক্রেডিট সোসাইটি ১৫% হারে লাভের সুবিধা দেয়।

● **জাফরুল্লাহ চৌধুরী:** ট্রাস্টি, গণবিশ্ববিদ্যালয়।